দৈনিক সংবাদ . -078

তারিখ 29 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ৮

# শিক্ষকের মানোন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা

মোহম্মদ আবদুল হক

০:১ শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সঙ্গে পারস্পরিক একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। একটিকে আর থেকে আলাদা করা যায় না। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকের প্রাসঙ্গিক ভূমিকায় শিক্ষার্থী সম্পৃক্ত রয়েছে, কেননা শিক্ষা ও শিক্ষকের 'মিডিয়া' হিসেবেই শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। মানোন্নয়নের প্রসঙ্গে জাতীয় চেতনা ও প্রয়োজনীয়তা ভিত্তিক পাঠ্যক্রম অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বে কেউ কাউকে ছেড়ে নয়, কাউকে ছাড়তে দেয়া নয় বলেই আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গটি জাতীয় প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য মনকে জাগিয়ে তোলা, সে কারণেই শিক্ষার জন্য শিক্ষকের ভূমিকার নিশ্চিত প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

১:১ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে কয়েকটি স্তর রয়েছে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা। এছাড়াও শ্রেণী বিভাগ রয়েছে— যেমন কারিগরি, চিকিৎসা, গবেষণা ইত্যাদি। সর্বস্তরে ও সর্বশ্রেণীতে শিক্ষকের একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়। সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে শিক্ষকের আন্তরিকতা, যোগ্যতা এবং শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্য ক্ষমতাই শিক্ষার মানোন্নয়নের মাপকাঠি। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষার্থীর একাগ্রতা ও ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা থাকা স্বাভাবিক। জীবন সংগ্রামে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সুস্পষ্ট রূপরেখা না থাকলে শিক্ষার্থীর একাগ্রতা থাকবার কথা নয়। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা অর্জন অর্থ সর্জনের উপায় বলেই বিবেচিত। আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনেই শিক্ষার উন্মেষ, ব্যক্তিক চাহিদা মিটাতেই শিক্ষার বিকাশ। উপমহাদেশে এককালে প্রাকৃত ভাষা ছেড়ে রাজকীয় প্রয়োজনে সংস্কৃত শিখতে হয়েছিল, পুনরায় ফারসী শিখতে হয়েছিল আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে, আবার ইংরাজি শিখতে হয়েছে নিজ নিজ গরজেই। কিন্তু বাংলা শেখার গরজ নেই, যেহেতু বাংলা ভাষার বাজার দর নেই। শিক্ষা মূলত: প্রয়োজন-নির্ভর। স্বাধিকার প্রশ্নে প্রতিষ্ঠার বাসনায় ও আত্মবিকাশের প্রেরণায় আজকের শিক্ষা আন্তর্জাতিকভাবে জাতীয় মর্যাদা লাভ করেছে: শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড হয়েছে, শিক্ষিতের সংখ্যায় জাতীয় মর্যাদা নিরূপিত হয়ে থাকে। যথার্থ শিক্ষার প্রয়োজনেই শিক্ষকের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

১:২ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার শুরুতে শিক্ষকতা ছিল প্রতিকূল অবস্থায় স্বেচ্ছাসেবামূলক একটি নেশামাত্র। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে নেশা আজ পেশায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তবু অন্য দশটি পেশা থেকে শিক্ষকতার একটি আলাদা রূপ আছে। সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও অনুমোদনে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হবার কারণে শিক্ষকতা চাকরি হিসেবে বিবেচিত হলেও শিক্ষকতায় স্বতঃস্ফূর্ত স্বেচ্ছাসেবার নেশা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। অন্য দশটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে শিক্ষকতায় স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তাই শিক্ষকতা শুধুমাত্র চাকরির বিধিতে সীমাবদ্ধ নেই, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্পর্কের মাঝেও কোন প্রকার লিখিত দলিল নেই। শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধাবোধ ও একাগ্রতা শিক্ষকের আন্তরিকতা ও যোগ্যতাই সম্পর্ককে নিকটতম করে থাকে। বিভিন্ন স্তরে যোগ্যতার নির্দেশনা রয়েছে বটে, কিন্তু আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবোধের কোন নির্দেশনা নেই। শিক্ষাঙ্গনে প্রশাসনের বৃহত্তর অংশ অলিখিত। তাই অন্য দশটি প্রশাসনের মতো শিক্ষা প্রশাসন জোরালো নয়, কঠোরতা নেই, দার্ঢ্যতাই প্রধান সম্বল।

১:৩ শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকেরই নেতৃত্ব দেবার কথা: কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক কারণেই শিক্ষার্থী প্রতিবাদী হতে বাধ্য হয়। ফলে ধীরে ধীরে এপাশে ওপাশে শিক্ষার্থী জড়িয়ে পড়ে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের বন্ধনচ্যুতি ঘটে। শিক্ষকের আন্তরিকতা কখনো কখনো শিক্ষার্থীর নীতিবোধের বাইরে চলে যায়—নিষ্ঠুর সংকেতে, অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে শিক্ষক মার খায়। শিক্ষক সন্ত্রস্ত জীবন নিয়ে, শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত মতবাদ দিয়ে। শিক্ষকের আন্তরিকতার চেয়ে রাজনীতিকের হাতছানি বড় হয়ে ওঠে, শিক্ষায় সমৃদ্ধির চেয়ে আর্থ-সমৃদ্ধি মুখ্য হয়ে দেখা দেয়, জীবনচর্চায় সুনীতির চেয়ে সমরনীতি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। শিক্ষক যেহেতু সৈনিক বা বীরবিক্রম নয় এ কারণে সে অঙ্গনে তার ঠাঁই নেই। শিক্ষাঙ্গনের প্রশাসন থেকে পাঠাগার অঙ্গন সবটাই শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। শিক্ষক থাকেন শুধু সেবার দাস হয়ে, ভাগ্যবান হওয়া তাঁর পক্ষে দুষ্কর হয়ে ওঠে।

২:১ জাতীয় প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার প্রসঙ্গটি থাকায় শিক্ষকরাও উঠে আসেন কাগজের পাতায়, রাস্তার নিয়নে,—'শিক্ষককে সম্মান করুন, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবান হোন' ইত্যাদি। পথচারী পড়েন, বিজ্ঞাপন পাঠকবিলাসীরাও চোখ বুলিয়ে দেখেন। কিন্তু শিক্ষকদের সমস্যা সমাধান বা প্রতিষ্ঠাবান করে গড়ে তোলার বার নীরব অনীহা কর্মকর্তাদের একচেটিয়া থাকায় শিক্ষক নির্যাতিত হতে থাকেন। শিক্ষক প্রতিবাদ করতে পারে না, নানা অজুহাতে; অজুহাতে যতটা সামাজিক, তার চেয়ে বেশী নিরহংকারী বিবেকের তাড়নায় বিব্রতবোধ করেন।

সাদাসিধে জীবনযাত্রায় মহান চিন্তার দায়িত্ব একমাত্র শিক্ষকেরই নয়, কিন্তু কর্মকর্তাসহ অনেক অভিভাবকই মনে করেন শিক্ষকরাই শিক্ষার মানোন্নয়ন করবেন এবং শিক্ষার একমাত্র দায় তাঁদেরই। কোন কাজই আজ আর এককের দায়িত্বে সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষক নিজেকে প্রস্তুত করেন আত্মবিকাশের প্রেরণা দিয়ে, শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত হবেন শিক্ষার্থীর সুপ্ত চেতনা জাগ্রত করার বাসনা নিয়ে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষকের অপ্রতুলতা শিক্ষার্থীদেরকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখেছে: বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে প্রায় নব্বই লাখ ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছে মাত্র পৌনে দু'লাখের কাছাকাছি অর্থাৎ পঞ্চাশ জনের অধিক ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন। মাধ্যমিক স্তরে প্রায় পঁচিশ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য এক লক্ষেরও কম সংখ্যক শিক্ষক থাকায় একজন শিক্ষকের মাথাপিছু পঁচিশের অধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। কলেজ পর্যায় প্রায় সাড়ে বারশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক রয়েছেন প্রায় ছাব্বিশ হাজার এবং শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় ছয় লাখ। শিক্ষকের মাথাপিছু শিক্ষার্থী রয়েছে তেইশ জনের অধিক। বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের হার অনেক কম থাকায় শিক্ষার্থীদের সুযোগের ভারসাম্য রক্ষা পায় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজগুলো জাতীয়ভাবেই অবহেলিত, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চল্লিশ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল, প্রায় একশজন শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র একজন শিক্ষক থাকায় প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান সম্ভব নয়। উন্নত দেশগুলোতে প্রতি পাঁচজন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকায় প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থী নিজেকে গড়ে তুলতে পারে।

এছাড়া শিক্ষা পদ্ধতিতে সরকারি বেসরকারী বৈষম্য বাংলাদেশে আরো জটিলতার সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া ক্যাডেট কলেজগুলো সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২:২ ঈর্ষা ও হিংসা বোঝার যোগ্যতা শিক্ষকের রয়েছে, প্রতিবাদের মুখ না থাকলেও অনুভূতি মরে যায়নি। পদমর্যাদার অন্যান্য পেশায় নিয়োজিতদের সমকক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা অনেকে শিক্ষকদেরকে করুণা করেন। বিশেষ করে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের সঙ্গে শিক্ষাঙ্গনের ঔপনিবেশিক বিরোধ আজো ঘুচে যায়নি—কখনো কখনো তা সীমাহীন ঔদ্ধত্যে পর্যবসিত হয়ে থাকে। একদিকে ভারসাম্যহীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা অন্যদিকে শিক্ষকদের নিরাপত্তা ও জীবনযাপনের নিশ্চয়তার অভাব শিক্ষকতার পেশাগত বিশ্বস্ততায় বিব্রত করে তুলছে। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে, অধিকাংশ শিক্ষালয়ে শিক্ষকদের জন্য বাসস্থান নেই, জরুরী অবস্থা মোকাবিলার জন্য গাড়ী নেই, এমনকি সহজতম যোগাযোগের টেলিফোন পর্যন্ত নেই। জেনারেল এডুকেশন অঙ্গনের প্রতি অবহেলাটা সুস্পষ্ট অথচ জেনারেল এডুকেশনই জাতীয় মানসিক বলিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী দায়িত্ব পালন করে থাকে। এটা বোধ হয় সকলেই মানবেন যে, জেনারেল এডুকেশনই সমস্ত শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের মূল ভিত্তি, মূলকে অস্বীকার করে ফুলের বিকাশ যেমন সম্ভব নয়, অনুরূপ জেনারেল এডুকেশনকে তাচ্ছিল্য করে জাতীয় শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়।

৩:১ শিক্ষক সমাজের সদস্য হলেও সমাজের গতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বা দায়িত্ব তার একার নয়। টাকাসর্বস্ব সমাজে ও সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক সামাজিক দাসে রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষক প্রভুত্বের বাসনা পোষণ করেন না, সেবকের দায়িত্বই পালন করে থাকেন, কিন্তু সেবক দাস নয়। সামাজিক প্রশাসনের সে বুদ্ধি লোপ পেলে শিক্ষকের বিশ্বস্ত সেবা প্রত্যাশা করা যায় না। উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাব, শিক্ষক সকলের, কিন্তু দাস নয় কারোরই। হয়তো সে কারণেই তারা উন্নত। যারা সমাজ প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন তারা মুখের কথায় এমনকি লিখিত দলিলের সঙ্গে বাস্তবের কর্মসূচীর ভারসাম্য রক্ষা করেন না। যেমন আজো প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরিবিধি রচিত হয়নি, মাধ্যমিক শিক্ষকরা নিশ্চয়তা পায়নি, উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষকদের সমস্যা প্রসঙ্গে বছরের পর বছর ধরে ফাইল ঘুরছে, সমাধান হয়নি। এমনকি পদোন্নতির ঘোষণাও কাগজে সীমাবদ্ধ থাকে, বাস্তবে পেতে বছরের পর বছর লাগে। যখন পদোন্নতি আসে দেখা যায় একজন ৮ বছর চাকরিকালে পদোন্নতি পেলেন আর একজন ১৪ বছরেও পদোন্নতি পেলেন না। প্রশাসনিক অবজ্ঞার গতিদানের জন্য ক্যাডার সম্পর্কিত ১৯৮১ সালের নির্দেশনামা বাস্তবায়নের আগেই ১৯৮৩ সালে সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাচ্ছিল্যে লালিত সন্তানের কাছ থেকে শ্রদ্ধা না পেলে যেমন অভিযোগ করা যায় না, তেমনি অবহেলিত শিক্ষকদের কাছ থেকেও শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। নোবেল বিজয়ী জ্ঞানীর চেয়ে যে সমাজ ফিল্ম আর্টিস্টদের ও ক্যাবারে নৃত্যশিল্পীর প্রাধান্য দেয় তাদের মানসিক দৈন্য সহজেই পরিমাপ করা যায়। জাতীয় পর্যায়ে অসংখ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে, শিক্ষকদের প্রসঙ্গে সম্প্রতি প্রতিটি স্তরে একটি করে জাতীয় পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে মাত্র। শিক্ষকদের যোগ্যতার মূল্য নেই, পদোন্নতি সীমাবদ্ধ, বাসস্থানের দায়িত্ব নিজ নিজ, করুণা করে অনেকে মনে করেন 'হার্মলেস ক্রিয়েচার'। এমন করুণার পাত্রের কাছ থেকে মানোন্নয়নের ভূমিকা আশা করা যায় না।

৩:২ শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ, যেহেতু তাঁদের মর্যাদার নিশ্চয়তা নেই, পার্থিবজীবনে তাঁদের নিশ্চয়তা নেই, নিরাপত্তা নেই। পুলিশের হাতিয়ার আছে, প্রশাসনের পুলিশ আছে, সরকারের ক্ষমতা আছে, শিক্ষকের আছে শুধুমাত্র শিক্ষাদানের যোগ্যতা। সে যোগ্যতা শিক্ষার্থীর কাছে মূল্যবান হলেও সামাজিক মূল্য কম ডলার পাউণ্ড ষ্টারলিংয়ে তার মূল্যমান খুবই সস্তা। অতএব সস্তার প্রতি আকর্ষণ কম থাকাই স্বাভাবিক। আজ তাই শিক্ষকের অভাব পড়েছে। উচ্চ শিক্ষার গবেষণার চেয়ে পুরান কাপড়ের আমদানী লাইসেন্স বা ষ্টক বাজারের ডলার ব্যবসা অনেক শ্রেয়। শিক্ষক নিরুপায় যথার্থ শিক্ষার্থীর অভাবে। যারা মোটামুটি শিখতে আসে, তাদের বয়স চলে যায় ফলাফলের প্রত্যাশায়, ফল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাক্সবন্দী থাকে মাসের পর মাস। নকল করতে হয় মানোন্নীত সার্টিফিকেটের জন্য, অধিকতর নম্বর উপার্জনের জন্য। যেহেতু বিচারের মাপকাঠি জ্ঞান নয়, নম্বর, ডিভিশন বা শ্রেণী। ডিভিশন বা শ্রেণী চেতনা ও নম্বরের প্রাধান্য শিক্ষার্থীর শিক্ষার চেয়ে নকলের দিকে ঝোঁক বাড়িয়ে দিয়েছে। এ নিয়ন্ত্রণের দায় শিক্ষকের নয়, সমাজের, রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার ও শিক্ষা পদ্ধতির। নকলের বিরুদ্ধে আইন পাস হয়েছে, যৌতুকের বিরুদ্ধেও আইন পাস হয়েছে, যৌতুক বন্ধ হয়নি। উত্তরাধিকারীর আইন সংশোধিত [illegible] হলে যেমন যৌতুক বন্ধ হতে পারে না, তেমনি ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সঠিক নীতি-নির্ধারণ ছাড়া নকল বন্ধ করাও সম্ভব নয়।

৩:৩ শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকের যথার্থ মর্যাদা-নিরাপত্তা-নিশ্চয়তা প্রদান একান্ত আবশ্যক। এর অভাবেই শিক্ষাঙ্গনের অবিচ্ছেদ্য শিক্ষক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শিক্ষার সংগে শিক্ষকের সম্পর্ক শুধু রক্তের নয়, নাড়ের। ফলে নাড়ী-ছেঁড়া সন্তানের মতো শিক্ষক ছটফট করছে, সংশয় ও হতাশায় ভুগছে। পেশায় নেশা ধরবার আগেই বাসা ছাড়বার চিন্তায় শিক্ষককে প্রহর গুণতে হয়। আজ তাই শিক্ষকরা বিদেশ যান মোহে নয়, লোভে নয়, অধিকাংশই বেঁচে থাকবার তাগিদে। যাঁরা আছেন নিরুপায় হয়ে, সাংসারিক বন্ধনে বাঁধা পড়ে,— পেশাগত বিশ্বস্ততার তাগিদে নয়।

৩:৪ শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের বলিষ্ঠ ভূমিকাই প্রত্যাশিত এবং কাম্য। শিক্ষার মানোন্নয়নে অপরের তাগিদের চেয়ে শিক্ষকের নিজের তাড়না কম নয়। প্রত্যেক শিক্ষকই নিজেকে বিকশিত করতে চান, শিক্ষার্থীর মনোজগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। অমর হবার বাসনা ও আত্মমুক্তির সাধনাই মূলত শিক্ষকতায় প্রেরণা দিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত: একটি প্রচলিত শ্লোগান ভুলে যেতে হবে, বাতিল করতে হবে সমাজ থেকে, যেমন 'অন্ন পেয়ে এবং অল্প খেয়ে তুষ্ট থাকবার জন্যই শিক্ষকতা'। কথাটা আসলে শিক্ষকদের মানসিক দৈন্য, সামাজিক তাচ্ছিল্য এবং প্রশাসনিক অবজ্ঞার সাক্ষ্য বহন করছে। শিক্ষকদের ন্যায্য পাওনা আদায়ে তাগিদে জাতীয় হিসাব পাওয়ার জন্য অন্যদের মতো শিক্ষকদেরকেও সচেতন থাকতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নের কারণেই শিক্ষকদেরকে অধিকার আদায়ের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা উচিত। শিক্ষক যে করুণার পাত্র নয় সে কথাটা সমাজকে না বুঝাতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একজন শিক্ষকের মর্যাদার পক্ষে সাব-রেজিষ্ট্রারের মূল্যমান তুলনায় সামাজিক ধৃষ্টতা থেকেই যাবে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে সুপারিশ সমূহ:

১। রাষ্ট্রনীতিতে সর্বোর্ধ্বে শিক্ষা-শিক্ষাঙ্গন-শিক্ষকের স্থান নির্ধারণ করে শিক্ষাঙ্গনকে সর্বপ্রকার প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে।

২। শিক্ষকের যোগ্যতার স্বীকৃতি ও বৈষম্য দূরীকরণ করে প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকতা ও প্রশাসনসহ দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। শিক্ষকের জীবনযাত্রার নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধান এবং বাসস্থান সমস্যা জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

৪। শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করে কম পক্ষে প্রতি দশজন শিক্ষার্থীপিছু একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৫। শিক্ষার্থী পাঠ্যক্রমে স্বাদেশিক চেতনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা বর্জন করতে হবে।

৬। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য পাঠ্যবিষয়ের পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পাঠ্যক্রম চালু করতে হবে।

৭। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় কাগজ কলম পাঠ্যবই ইত্যাদি সাবসিডি মূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

৮। দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে শিক্ষাঙ্গন মুক্ত রাখতে হবে সেহেতু শিক্ষার্থীকে শিক্ষাঙ্গমুখী করার জন্য এক্সট্রা কারিকুলামের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, প্রয়োজনবোধে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করতে হবে।